W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 105 /WBHRC/SMC/2017

Date: 09 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eaisamay' a Bengali daily dated 10.03.2017, captioned ' ছাপাখানায় মরা ওষুধও জ্যান্ত'

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to furnish a report by 12th April, 2017.

The Commissioner of Police, Kolkata is also directed to furnish a report by 12th April, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

Dwivedy
(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 10.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

ছাপাখানায় মরা ওষুধও জ্যান্ত

এই সময়: মেয়াদ পেরিয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু 'মৃত' ওষুধকে নয়া মোড়ক দিয়ে দিব্যি রমরমিয়ে চলছে কারবার। চলছে মানুষের জীবনের নিয়ে খেলার অসাধু ব্যবসা। পুরোনো ওষুধ নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসা এমনই এক অসাধু চক্রের হদিস মিলল খাস কলকাতায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই উদ্বিগ্ন চিকিৎসকমহলও।

ইতিমধ্যেই প্রায় চার কার্টন ভর্তি সাড়ে তিন লাখ টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক ও ভিটামিন ওষুধ বলে জানা গিয়েছে। বড়বাজারের ক্যানিং স্ট্রিটের একটি প্রেসে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধের তারিখ মুছে ফেলে সেখানেই নতুন করে ওষুধের স্ট্রিপ রিপ্রিন্ট করা হত। বৃহস্পতিবার ক্যানিং স্ট্রিটের ওই প্রেসে হানা দেয় গোয়েন্দাদের একটি দল। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় ওষুধগুলি। প্রেসের মালিক-সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (৫) বিশাল গর্গ জানিয়েছেন, রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল ব্যুরো এ বিষয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে হদিস মেলে চক্রটির। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওই সব ওষুধ খেয়ে কেউ মারা গিয়েছে বা অসুস্থ হয়ে পড়েছে এমন কোনও তথ্য এখনও মেলেনি বলে জানিয়েছে লালবাজার। কত দিন ধরে এই কারবার চলছে বা আর কারা এই বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, ধৃতদের জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানায়, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার দুই, আটক ওষুধ

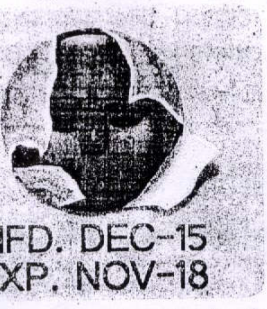

পুলিশ সূত্রে খবর, ২১ নম্বর ক্যানিং স্ট্রিটের ওই প্রেসটির মালিক পবন ঝুনঝুনওয়ালা। তাঁর বাড়ি হাওড়ার শিবপুরে। ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার প্রথমে পবনকে আটক করেন গোয়েন্দারা। পরে তাঁকে জেরা করে ৩২২ জিটি রোড ঠিকানায় বেলুড়ের একটি গুদামের হদিস পান তদন্তকারীরা। গুদামের মালিক রিনেশ সারোগী। হাওড়ার গোলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রিনেশের পাইকারি ওষুধের ব্যবসা রয়েছে। জিটি রোডের একটি আবাসন থেকে রিনেশকেও আটক করে পুলিশ। দীর্ঘ জেরার পর এ দিন দুপুরে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করে তদন্তকারীরা। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ (প্রতারণা) ও ১২০-বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) এবং ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

কী ভাবে চলত 'মরা' ওষুধকে 'জীবিত' করার কাজ? পুলিশ সূত্রের খবর, বিভিন্ন পাইকারি ওষুধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ পৌঁছত ক্যানিং স্ট্রিটের প্রেসে। নেলপালিশ তোলার রিমুভার (মূলত থিনার) দিয়ে প্রথমে মুছে ফেলা হত ওষুধের পুরোনো তারিখ। এর পর প্রেসে নতুন তারিখ ছাপিয়ে ওষুধের স্ট্রিপে বসানো হত। এই ঘটনায় যারপরনাই উদ্বিগ্ন চিকিৎসকমহল। ফার্মাকোলজির প্রবীণ চিকিৎসক তাপস ভট্টাচার্য বলেন, 'অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ওষুধ মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তার ব্যবহারে শুধু যে রোগ নিরাময় হবে না তা-ই নয়, তা থেকে শরীরে বিষক্রিয়ার মতো ক্ষতিও হতে পারে।'

তবে ওই চিকিৎসক জানিয়েছেন, এমনিতে সাধারণ ওষুধের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তা থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তেমন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। বড়জোর ওষুধটি কাজ করে না। কিন্তু বিশেষ কিছু রাসায়নিকযুক্ত ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে বিষয়টি রীতিমতো ক্ষতিকারকও হয়ে উঠতে পারে। তাপসবাবুর কথায়, 'এ দেশের আইন মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার অনুমোদন করে না। তবে বিজ্ঞানের চোখে বিষয়টি মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার মতো ততটা গুরুতর নয়।' ফার্মাকোলজির আর এক শিক্ষক-চিকিৎসক স্বপন জানার গলাতেও একসুর। তিনি বলেন, 'মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও ওষুধে কাজ হয়। তবে তার কার্যকারিতা কমে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া অন্যান্য মেয়াদ ফুরোনো ওষুধের ক্ষেত্রে তেমন ভয়ের ব্যাপার নেই।'